

উটের গোশত ভক্ষণ সংক্রান্ত বিবরণ

হযরত ইয়াকুব (আ) রুচিগত কারণে অথবা অজ্ঞাত কোন ব্যাধির কারণে কোনও কোনও ভাষ্যকার ও ঐতিহাসিক সাইটিকা নামক বাতরোগের কথাও বলিয়াছেন) উটের গোশত ভক্ষণ করিতেন না এবং উহার দুধ পান করিতেন না। তিনি ইহা ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসরাঈলীরা উটের গোশত ও দুগ্ধ নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া লয়। বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন মজীদে এইভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে :

"তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বন্দু ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। তুমি বল, তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাকিলে তাওরাত আন এবং

তাহা পাঠ কর। ইহার পরও যাহারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাহারাই যালিম। তুমি বল, আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ হইয়া ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে" (৩ : ৯৩-৯৫)।

দীন ইসলামের মূল ভিত্তি যেসব জিনিসের উপর স্থাপিত, সেই বিবেচনায় পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা ও মহানবী (স)-এর শিক্ষার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নাই। কুরআন মজীদ ও মহানবী (স)-এর আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে ইয়াহূদী আলিমগণ যখন নীতিগত কোনও আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ পাইল না, তখন তাহারা কতিপয় শরীআতী আইব্বনগত আপত্তি উত্থাপন করিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে তাহারা প্রশ্ন তুলিল যে, এমন অনেক জিনিসকে হযরত মুহাম্মাদ (স)

হালাল ঘোষণা করিয়াছেন, যাহা পূর্বকালের নবীগণের শরীআতে সম্পূর্ণ হারাম ছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল :এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলা হইয়াছে যে, আহারের জন্য ইসলামী শরীআতে যে সমস্ত জিনিস হালাল তাহা বনু ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। অবশ্য কোনও জিনিস এমনও ছিল যাহা তাওরাত কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে বনু ইসরাঈল স্ব-উদ্যোগে নিজেদের জন্য হারাম ঘোষণা করিয়াছিল। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই প্রসঙ্গে ইহা বলিতে নির্দেশ দিলেন : "তোমরা তাওরাত আন এবং উহা পাঠ কর" (৩ : ৯৩)। কিন্তু তাহারা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে দুঃসাহস দেখায় নাই। মূলত উটের গোশত ও দুধ তাওরাতে ইয়াহুদীদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয় নাই, হইয়া থাকিলে প্রসঙ্গক্রমে কুরআন

মজীদেৰ এই স্থানে তাহাৰ উল্লেখ থাকিত।
খাদ্যেৰ মধ্যে কোন্ কোন্ বস্তু তাহাদেৰ
জন্য হাৰাম ছিল কুৰআন মজীদে তাহাৰ
উল্লেখ আছে এবং তাহাও তাহাদেৰ
অবাধ্যাচরণেৰ কাৰণে শাস্তিস্বৰূপ হাৰাম
কৰা হইয়াছিল। যেমন :

“উত্তম জিনিসসমূহ যাহা ইয়াহূদীদেৰ জন্য
হালাল ছিল, তাহাদেৰ সীমালঙ্ঘনেৰ কাৰণে
আমি তাহা তাহাদেৰ জন্য হাৰাম কৰিয়াছি,
আল্লাহৰ পথে অনেক লোককে বাধা
প্ৰদানেৰ জন্য, তাহাদেৰ সূদ গ্ৰহণেৰ জন্য,
যাহা তাহাদেৰ জন্য নিষিদ্ধ কৰা হইয়াছিল
এবং অন্যায়ভাবে জনগণেৰ ধন-সম্পদ
গ্ৰাস কৰাৰ জন্য” (৪ : ১৬০-১৬১)।

“আমি ইয়াহূদীদেৰ জন্য নখৰযুক্ত সমস্ত
পশু হাৰাম কৰিয়াছিলাম এবং গৰু ও
ছাগলেৰ চৰ্বিও তাহাদেৰ জন্য হাৰাম

করিয়াছিলাম, তবে এইগুলির পৃষ্ঠের অথবা
অন্নের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত,
তাহাদের অবাধ্যতার দরুন তাহাদেরকে এই
প্রতিফল দিয়াছিলাম। নিশ্চয় আমি
সত্যবাদী" (৬ : ১৪৬)।

উক্ত আয়াতসমূহ হইতে পরিষ্কার প্রতিভাত
হয় যে, ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ
আল্লাহ তাআলা তাহাদের জন্য এই বিধান
দেন। অনন্তর তাহাদের জন্য উটের গোশত
ও দুধ হারাম করা হইলে তাহা অবশ্যই উক্ত
আয়াতসমূহে উদ্ধৃত হইত। তাহা ছাড়া
তাওরাতে উক্ত বিধান বিদ্যমান থাকিলে ৩ :
৯৩ আয়াতের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া তাহারা
মহানবী (স)-এর সামনে তাওরাত কিতাব
আনিয়া হাযির করিয়া দেখাইয়া দিত, কিন্তু
তাহারা তাহা করিতে অপারগ ছিল।
বাইবেলে যে উট ও খরগোশের গোশত

হারাম (বাইবেলের লেবীয় পুস্তক, ১১ ও ৪-
৬; দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪ : ৭) লিপিবদ্ধ
রহিয়াছে তাহা পরবর্তী কালের সংযোজন
হইতে পারে (তাফহীমুল কুরআন, ৩ : ৯৩-
৯৫ আয়াতের ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ নং টীকা এবং
৬ ও ১৪৬ নং আয়াতের ১২২ নং টীকা;
শায়খুল হিন্দের তরজমায় শাববীর আহমাদ
উছমানীর টীকাভাষ্য, ৩ ও ৯৩ আয়াতের ২
ও ৩ নং টীকা, পৃ. ৭৯; ৬ : ১৪৬ আয়াত
সংশ্লিষ্ট ২ নং টীকা, পৃ. ১৯৬)।

ইয়াহুদীদের দ্বিতীয় আপত্তি এই ছিল যে,
তোমরা মুসলমানগণ বায়তুল মাকদিসকে
ত্যাগ করিয়া কাবা ঘরকে কেন কিবলা
বানা ইয়াছ, অথচ পূর্বকালের নবী-
রাসূলগণের কিবলা তো ছিল এই বায়তুল
মাকদিস? তাহা হইলে তোমরা কিভাবে
মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়ার দাবি

করিতে পার? ইহার উত্তর সূরা আল-
বাকারায় (২ : ১৪২-৪৫) দেওয়া ছাড়াও
উহার উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত (৩ : ৯৬)
অবতীর্ণ হইয়াছে :

“নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায়
(মক্কায়), উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের
দিশারী। উহাতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে।
যেমন মাকামে ইবরাহীম।”

অতএব কাবা ঘর তো হযরত মূসা (আ)-এর
আট-নয় শত বৎসর পূর্বে তোমাদের
ইসরাঈলীদের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীপতি
হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করিয়াছেন
এবং ইহাকে কিবলা বানাইয়াছেন। সুতরাং
কাবা ঘরের সর্বাগ্রগণ্যতা সম্পর্কে কোন
প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অথচ বায়তুল
মাকদিস পূর্ণাঙ্গ ইবাদতখানা হিসাবে নির্মিত

হইয়াছে হযরত মূসা (আ)-এর চার শত
বৎসর পর (তাফহীমুল কুরআন, ৩ ও ৯৬
আয়াত সংশ্লিষ্ট ৭৯ নং টীকা অবলম্বনে)।